বাংলাদেশের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও কোভিড-১৯

সংক্ষিপ্ত গবেষণা প্রতিবেদন- ৪

কোভিড-১৯ ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতাঃ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থাপনা

নভেম্বর ২০২০

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)

কোভিড-১৯ ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতাঃ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থাপনা

কোভিড-১৯ মহামারী বিশ্বজুড়ে প্রায় সকল খাতকেই প্রভাবিত করেছে এবং এর প্রভাব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে খুবই তীব্র। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক আয় ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ফলে ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর (এমএফআই) স্থায়িত্বের উপরও বিরূপ প্রভাব পড়েছে। ফলশ্রুতিতে এই অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো তীব্র সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে। অতীতে আমরা দেখেছি প্রাকৃতিক দূর্যোগের মত জরুরী পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের এমএফআইগুলো লক্ষণীয় সহনশীলতা প্রদর্শন করেছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তবে বর্তমান কোভিড-১৯ সঙ্কট পূর্বের সঙ্কটগুলো হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অতীতের সংকটগুলো সাধারণত আঞ্চলিক পর্যায়ের এমএফআই এর কার্যকলাপকে প্রভাবিত করত, যেমন: এমন স্থান যেখানে প্রাকৃতিক দূর্যোগ আঘাত হেনেছে, সেক্ষেত্রে প্রভাবের সময়কালটি পূর্ব হতেই অনুমান করা সম্ভব হত এবং একই সাথে দুর্যোগ মোকাবিলা এবং অর্থায়নের জন্য পরিকল্পনা করা সম্ভব ছিল। তবে বর্তমান কোভিড-১৯ সঙ্কটে এই সকল পূর্বনির্ধারিত বেশিরভাগ সক্ষমতাই অনুপস্থিত কারণ এটি একটি সার্বজনীন বিপর্যয় যা সমগ্র দেশকেই প্রভাবিত করেছে। কোভিড-১৯ এর অর্থনৈতিক প্রভাব বিগত বছর গুলোর বিভিন্ন সঙ্কটের তুলনায় অনেক বেশি এবং এর প্রভাব কতদিন থাকবে তা এখনও অনিশ্চিত। ফলশ্রুতিতে কিছু কিছু ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের জন্য তাদের দৈনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়াই কঠিন হয়ে পড়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে, কোভিড-১৯ সময়কালে এমএফআইগুলো যেসব সুনির্দিষ্ট অপারেশনাল এবং আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা খুঁজে বের করাই ছিল এই গবেষণা প্রকাশনার মূল উদ্দেশ্য। এর পাশাপাশি কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে এমএফআইগুলো আরও কার্যকর পদ্ধতিতে কিভাবে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের সেবা প্রদান করতে পারে তা নিয়েও কিছু প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে।

আইএনএম সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে বিভিন্ন শ্রেনীর এমএফআই-এর উপর একটি অনলাইন জরিপের মাধ্যমে তথ্য সমূহ সংগ্রহ করে, যেখানে মোট ৫৯ টি এমএফআই তথ্য প্রদান করে। উক্ত জরিপে ১ মে ২০২০ থেকে ৩১ আগষ্ট ২০২০ কোভিড-১৯ সময়কালের তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যার মাধ্যমে এমএফআইগুলোর একটি সামগ্রিক চিত্র এই সমীক্ষার মাধ্যমে উঠে আসে।

কোভিড-১৯ সময়কালে এমএফআইগুলোর আর্থিক এবং অপারেশনাল চ্যালেঞ্জসমূহঃ

■ **এমএফআইগুলোর ঝুঁকিপূর্ণ পোর্টফোলিও** (PAR): মহামারীর কারণে এমএফআইগুলোর প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিপূর্ণ পোর্টফোলিও বড় ধরণের আর্থিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে। ৯৩ শতাংশ এমএফআইয়ের PAR কোভিড-১৯ এর পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খুব বড় এমএফআইগুলোতে ৫০ শতাংশের ক্ষেত্রেই PAR প্রায় দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। প্রায় ৫৯ শতাংশ মাঝারি এমএফআই এবং ৫৫ শতাংশ ছোট এমএফআই এর ক্ষেত্রে PAR দ্বিগুনের বেশি হয়েছে। ৩৫ শতাংশ ছোট এবং মাঝারি আয়তনের এমএফআইয়ের ক্ষেত্রে PAR দ্বিগুণ হয়েছে।

চিত্র-১: কোভিড পূর্ববর্তী ও চলাকালীন সময়ে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর PAR এর পরিবর্তন (শতাংশ)

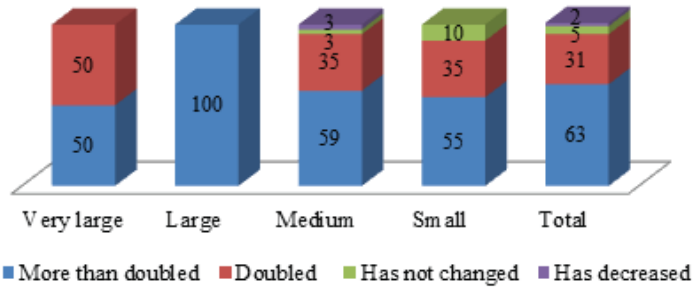

■ **এমএফআইগুলোর অপারেশনাল অসুবিধা:** কোভিড-১৯ মহামারীর সময় ৮৫ শতাংশেরও বেশি এমএফআই মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহিতাদের সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং ৮৮ শতাংশ এমএফআই বিভিন্ন প্রকারের অ-আর্থিক সেবা (প্রশিক্ষণ ও ব্যবসায়ের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য সেবা) প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। প্রায় ৮৩ শতাংশ এমএফআই ঋণের কিস্তি সংগ্রহের ক্ষেত্রে এবং ৭৩ শতাংশ এমএফআই নতুন ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে।

চিত্র-২: কোভিড-১৯ এর কারনে এমএফআইগুলোর অপারেশনাল অসুবিধা (শতাংশ)

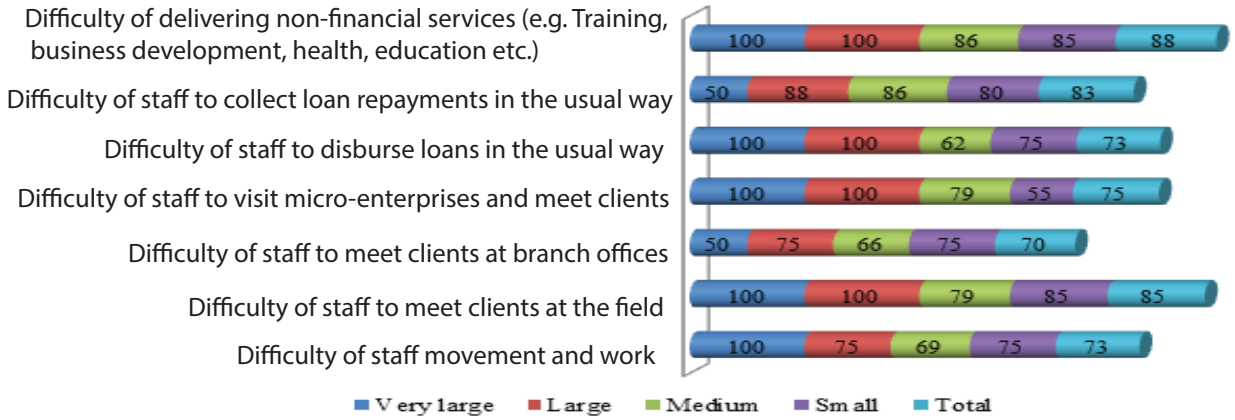

■ **এমএফআইগুলোর আর্থিক সমস্যা:** জরিপকৃত ৭৮ শতাংশ এমএফআই তাদের ঋণকৃত অর্থ ব্যাংক এবং অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদানে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ৭৩ শতাংশেরও বেশি এমএফআইয়ের কোভিড-১৯ মোকাবেলায় অপর্যাপ্ত নিজস্ব মূলধন রয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এসব আর্থিক সমস্যা ক্ষুদ্র-অর্থায়ন খাতের জন্য স্বল্প এবং মধ্য-মেয়াদী চ্যালেঞ্জ।

চিত্র-৩: কোভিড-১৯ এর কারনে এমএফআইগুলোর আর্থিক সমস্যা (শতাংশ)

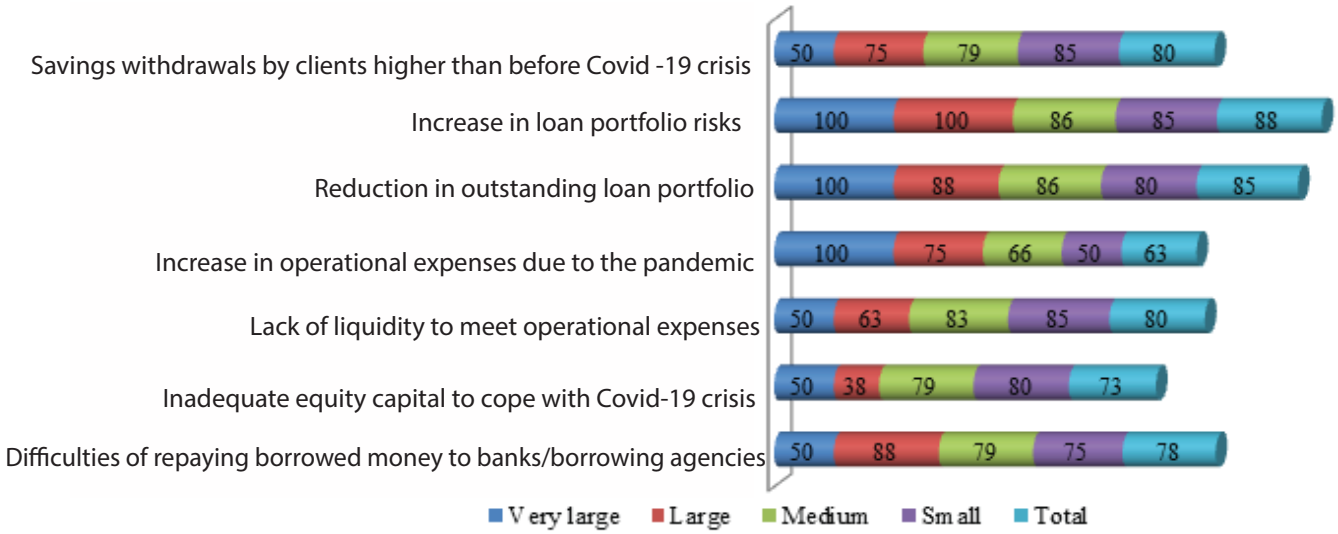

■ **কোভিড-১৯ সময়ে এমএফআইগুলোর সহায়তা গ্রহণ:** কোভিড -১৯ সঙ্কট নিরসনে সরকার বেশ কিছু আর্থিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এমএফআইগুলোর প্রায় ৭১ শতাংশ উল্লেখ করেছে যে তারা এখন পর্যন্ত কোনও আর্থিক সুবিধা পায়নি; যার মধ্যে ৮০ শতাংশ ছোট আকারের এমএফআই, ৭৬ শতাংশ মাঝারি এমএফআই এবং ৩৮ শতাংশ বড় এমএফআই।

চিত্র-৪ : কোভিড-১৯ সময়ে এমএফআইগুলোর সহায়তা গ্রহণ (শতাংশ)

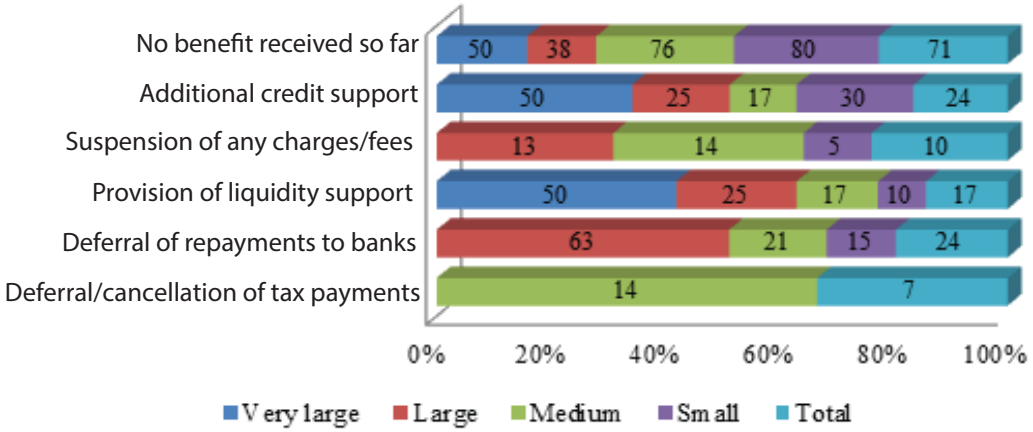

কোভিড -১৯ সঙ্কট থেকে পুনরুদ্ধারের উপায় সমূহ:

● **ঋণ গ্রহণকারী পরিবার এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রাথমিক উপার্জনের নিরাপত্তা:** এমএফআইগুলো সদস্যদের স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য ঝুঁকি সম্পর্কিত বিষয়ে সহায়তা করার জন্য সামাজিক উদ্যোগ এবং অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। যেমন প্রযুক্তির সাথে পরিচয় এবং প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রবীণদের জন্য সেবা, দরিদ্রদের জন্য খাদ্য বিতরণ, অন-লাইন সহায়তা এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক অন্যান্য সেবা। এছাড়াও, এমএফআই সদস্যদের জন্য নতুন পণ্য চালু করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, করোনভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের ফলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে এমন ব্যবসাগুলো সচল রাখার লক্ষ্যে ১০,০০০ - ৫০,০০০ টাকা এককালীন ঋণ প্রদান করা যেতে পারে, যা ১-২ বছর মেয়াদী হতে পরে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে কোন অতিরিক্ত ফি বা চার্জ প্রযোজ্য করা সঠিক হবেনা, প্রদেয় অর্থের পরিমান নির্দিষ্ট থাকবে এবং অগ্রিম পরিশোধের জন্য কোন প্রকারের জরিমানা দিতে হবেনা।

● **মাঝারি এবং ছোট এমএফআইগুলোর বিশেষ নীতিমালা প্রণয়ন:** কোভিড-১৯ সময়কালে বৃহৎ এমএফআইগুলোর তুলনায় মাঝারি এবং ছোট এমএফআইগুলোর ঝুঁকিপূর্ণ পোর্টফোলিও (PAR) লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অপ্রতুল মূলধন তহবিলের কারণে তারা অধিকতর ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে। মাঝারি এবং ছোট এমএফআইগুলোকে এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ জরুরী ভিত্তিতে তারল্য সুবিধা প্রদান করতে পারে।

● **ঋণ পরিশোধের একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রস্তুতকরণ:** এমআরএ যেহেতু কোভিড-১৯ সংকটের কারণে ঋণ আদায়ের উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, সেক্ষেত্রে মুলতবি ঋণ (deferred payment) আদায়ের শর্তাবলী কিছুটা অস্পষ্ট। এমএফআইগুলো তারল্য সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য স্থগিত ঋণের উপর অর্জিত সুদ আরোপ করতে পারে। তবে দরিদ্র ও দুর্বল ঋণ গ্রহিতাদের ক্ষেত্রে এটি ন্যায়সঙ্গত হবে কিনা তা বিবেচ্য বিষয়।

● **বিকল্প অর্থায়নের উৎস অন্বেষণ:** বাংলাদেশে ক্ষুদ্র-অর্থায়ন ব্যবসায়িক মডেলটি নতুন করে ডিজাইন করার সময় এসেছে। বর্তমান অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে সঠিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনাকারী ভাল অবস্থান অর্জনকারী এমএফআইগুলোও অতি সহজেই যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে এবং সংকটের মুখে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। অতএব, বর্তমান মহামারীর মতো সঙ্কটের সময়ে কীভাবে এমএফআইগুলোকে টেকসই অর্থায়ন করা যায় তা বিবেচনা করা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের এখনই সময়।

● **ডিজিটালাইজেশন:** সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সার্বিক কর্মকান্ড সমূহ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কিভাবে এমএফআইগুলো মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং ঋণ/কিস্তি সংগ্রহের মত আর্থিক সেবা চালু করতে পারে সে ধরনের মডেল চালুর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

● **নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তন:** বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় যখন এমএফআইগুলোর অর্থের প্রধান উৎস সমূহ তারল্য সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে, তখন সদস্যদের সঞ্চয় ব্যবহার করে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমোদন দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। এ পর্যায়ে এমএফআইগুলোর সদস্যদের সঞ্চয় এবং মেয়াদী আমানতের ব্যবহার ঋণ কার্যক্রমকে বেগবান করবে। উল্লেখ্য যে সুদের হার কম হওয়ার কারণে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সদস্যদের সঞ্চয় এবং মেয়াদী আমানতের ব্যবহার অধিকতর সাশ্রয়ী।

● **সহযোগীতামূলক পরিকল্পনা ও কৌশল বাস্তবায়ন :** সম্প্রতি সামাজিক দূরত্বের কারণে এমএফআইগুলো এবং তাদের ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে যে আস্থার সম্পর্ক বিদ্যমান আছে তা কিছুটা দুর্বল হতে পারে। এ পর্যায়ে এমএফআইগুলোর তাদের সদস্যদের সাথে সুস্পষ্টভাবে যোগাযোগ, অর্জনযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য সদস্যদের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করা দরকার। এমআরএ এবং পিকেএসএফ এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উপসংহার:

এমএফআইগুলো তাদের জন্মলগ্ন থেকে এ যাবৎ কাল পর্যন্ত সময়ে সম্ভবত এখন সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছে। যদিও জরিপকৃত এমএফআইগুলোর প্রায় ২৫ শতাংশ মোবাইল সেবার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং জরুরী আর্থিক অনুদান প্রদানের কার্যক্রম সম্পাদন করছে তবে মাঝারি এবং ছোট এমএফআইগুলোর জন্য মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা সমস্যাবহুল কারণ তাদের অনেক সদস্য এখনও প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত নয়। সদস্যদের সাথে মুখোমুখি যোগাযোগ এ সকল এমএফআইগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এটা বলা যায় যে, পুরো এমএফআই খাতে সাংগঠনিক এবং নিয়ন্ত্রণক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনয়ন গুরুত্বপূর্ণ। এমএফআইগুলোর কর্মপরিকল্পনা বিচ্ছিন্ন হলে চলবে না বরং তা হতে হবে সমন্বিত।

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আঁগারগাও, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
আইএনএম ট্রেনিং সেন্টার, বাড়ী# ৩০, রোড# ০৩, ব্লক# সি, মনসুরাবাদ আর/এ, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮০-০২-৮১৮১০৬৬, ৮১৯০২২৪, ফ্যাক্স: +৮৮০-০২-৫৮১৫৫২৬
ইমেইল: info@inm.org.bd, ওয়েব: www.inm.org.bd